গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭ অগ্রগতির বছর ২০০৯-২০১৫

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

রূপকল্প

টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক এবং নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

রূপকল্প - ২০২১ এর লক্ষ্য ও জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জন এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সময়োপযোগী উদ্যোগ, নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান এবং আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ও গণপরিবহন ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে উন্নত হচ্ছে। ফলে জনগণের যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন ও সহজতর হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থলপথ-পরিবহন উপখাতের অবদান ৭.২১% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫৫%। এ বিভাগ বিগত ৭ বছরে ১৭২টি প্রকল্প সমাপ্ত করেছে এবং ১৮৭টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিগত ৩ বছর এ বিভাগ ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন বাজেটের শতভাগ বাস্তবায়ন করেছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সেতু বিভাগ নিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় গঠিত। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহ হচ্ছেঃ

- সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর প্রধান প্রধান কর্মকান্ড

১. ২০০৯-২০১৫ সময়ে উন্নয়ন খাতের আওতায় ১৭৮১.৪২ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ এবং ৪১০৪.৭৫ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২. ২০০৯-২০১৫ সময়ে অনুন্নয়ন খাতের আওতায় ৫৭৯.৫২ কিলোমিটার মহাসড়ক পুনর্বাসন, ৩৮০১.৫২ কিলোমিটার মহাসড়ক কার্পেটিং ও সীলকোট, ১০,০০৮.৯৭ কিলোমিটার সীলকোট, ৪৪৩৫ কিলোমিটার ওভারলে এবং ১৭৪১.৯২ কিলোমিটার ডিবিএসটি করা হয়েছে।

৩. উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে ২০০৯-২০১৫ সময়ে ৬৫১টি সেতু ও ২৮১৫টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নতুন নির্মিত সেতুর সংখ্যা ৩৮৪টি এবং কালভার্টের সংখ্যা ১৫১৭টি। এছাড়াও ২৬৭টি সেতু এবং ১২৯৮টি কালভার্ট একই সময়ে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

৪. ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়ে ৭৩.৪০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেন বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়। বর্তমান সরকার বিগত ৭ বছরে ৩৬৮.৬২ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেন বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করেছে।

৫. বর্তমান সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে দেশে প্রথমবারের মত ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের সংস্থান রেখে সিরাজগঞ্জের হাটিকমরুল মোড় থেকে নাটোরের বনপাড়া মোড় পর্যন্ত ৫১.২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ২-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ২০০৯-২০১৫ মেয়াদে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের সংস্থান রেখে ৩২৭.৬০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ বাস্তবায়ন করছে। একইসাথে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের সংস্থান রেখে আরো ১০১২.৬০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯-২০১৫ মেয়াদে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৫৫টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। এ সকল প্রতিশ্রুতির বিপরীতে ৬১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ পর্যন্ত ২৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

৭. ঢাকা মহানগরীর পশ্চিমাংশের সাথে বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী কেরানীগঞ্জের যাতায়াত সহজ করার জন্য শহীদ বুদ্ধিজীবি সেতু (৩য় বুড়িগঙ্গা সেতু) নির্মাণ করা হয়েছে।

৮. টঙ্গী রেলওয়ে জংশন ও টঙ্গী শিল্প এলাকার রেলপথ ক্রসিং স্থলে সৃষ্ট যানজট নিরসনের লক্ষ্যে টঙ্গী-কালিগঞ্জ-ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

৯. বৃহত্তর সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়াগামী যানবাহনের ঢাকা প্রবেশ ও নির্গমন সহজ করার লক্ষ্যে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর সুলতানা কামাল সেতু (২য় শীতলক্ষ্যা সেতু) নির্মাণ করা হয়েছে।

১০. দক্ষিণ চট্টগ্রাম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও পর্যটন জেলা কক্সবাজারের সাথে যাতায়াত সহজ ও সুগম করার লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর উপর হযরত শাহ আমানত (রহঃ) সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

১১. দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে ঢাকার যোগাযোগ সহজ ও সময় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে কীর্তনখোলা নদীর উপর শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (দপদপিয়া) সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

১২. ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ১৪২০ মিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ উড়াল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩. কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার সাথে সারাদেশের সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের নিমিত্ত রংপুর-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে তিস্তা নদীর উপর ৭৫০ মিটার দীর্ঘ তিস্তা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ তিস্তা সেতু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন

১৪. সারাদেশের সঙ্গে বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা ও থানচি উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত সাঙ্গু নদীর উপর ২১৭.১৫ মিটার দীর্ঘ রুমা সেতু এবং ২১৬.৪৪ মিটার দীর্ঘ থানচি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

১৫. দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (SASEC)-এর চিহ্নিত রুট হিসাবে নেপাল ও ভূটানকে ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের জন্য ৫৩.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক (তেঁতুলিয়া বাইপাসসহ) এবং ২৬.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ বোদা-দেবীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (বোদা বাইপাসসহ) নির্মাণ করা হয়েছে।

১৬. আন্তঃজেলা সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বার্থে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার সোনতলা ঘাটে করতোয়া নদীর উপর ৩৪৭.২৯৫ মিটার দীর্ঘ সোনতলা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

১৭. টগড়া-ইন্দুরকানী-বালিপাড়া-কলারন-সন্ন্যাসী মহাসড়কের ২য় কিলোমিটারে পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী নামক স্থানে বলেশ্বর নদীর উপর ৩৮৭.৩১ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

১৮. বনানী রেল ক্রসিং-এ ট্রেন চলাচলের ফলে সৃষ্ট যানজট নিরসনে ৮০৪ মিটার দীর্ঘ রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ বনানী রেল ক্রসিং-এ ওভারপাস উদ্বোধন করেন

১৯. ঢাকা মহানগরীর পূর্ব-পশ্চিম সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে যানজট নিরসনে ১৭৯৩ মিটার দীর্ঘ রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার (মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার) নির্মাণ করা হয়েছে।

২০. পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সাথে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের মহাসড়ক সংযোগ সহজ ও সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার খুরুস্কুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটারে চৌফলদন্ডী চ্যানেলের উপর ৩৪৭.৪৬ মিটার দীর্ঘ চৌফলদন্ডী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

২১. দিনাজপুর, রংপুর ও গাইবান্ধা জেলার মধ্যে সহজ মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত সাদুল্লাপুর (মাদারগঞ্জ)-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটারে কাঁচদহঘাটে করতোয়া নদীর উপর ৩০৩.৩২ মিটার দীর্ঘ ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখ ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতু উদ্বোধন করেন

২২. মাদারীপুর(মোস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে কাজিরটেক নামক স্থানে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ৬৯৪.৩৬ মিটার দীর্ঘ আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুসহ আরও ৩টি সেতু (১৫৭ মিটার দীর্ঘ আঙ্গারিয়া সেতু, ১২৭ মিটার দীর্ঘ টেকেরহাট সেতু ও ৩৭ মিটার দীর্ঘ টুমচর সেতু) নির্মাণ করা হয়েছে।

২৩. একই স্থান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উপভোগের বিরল স্থান নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটার সাথে সারা দেশের মহাসড়ক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪৯তম কিলোমিটারে খেপুপাড়া নামক স্থানে আন্ধারমানিক নদীর উপর ৮৯৩.১০ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ কামাল সেতু, ৬১তম কিলোমিটারে হাজীপুর নামক স্থানে সোনাতলা নদীর উপর ৪৮৩.৭২ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ জামাল সেতু ও ৬৬তম কিলোমিটারে মহীপুর ও আলীপুর নামক স্থানের মধ্যবর্তী খাপড়াভাঙ্গা নদীর উপর ৪০৮.৩৬ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

২৪. টাঙ্গাইল এবং মানিকগঞ্জ জেলার মধ্যে সরাসরি মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত আরিচা-ঘিওর-টাঙ্গাইল মহাসড়কের এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫১৫.১২ মিটার দীর্ঘ এলাসিন সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

২৫. ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে অবস্থিত মেঘনা সেতুর হিঞ্জ বিয়ারিং ও এক্সপানশন জয়েন্ট প্রতিস্থাপন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পিয়ারগুলোর স্কাউরিং অংশ ভরাট এবং ৪২তম কিলোমিটারে অবস্থিত গোমতী সেতুর হিঞ্জ বিয়ারিং ও এক্সপানশন জয়েন্ট প্রতিস্থাপনসহ পুনর্বাসন করা হয়েছে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ১০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ
গোমতী সেতুর সংস্কার ও মেরামত কাজ উদ্বোধন করেন

২৬. রাজধানী ঢাকার সাথে উত্তরাঞ্চলের সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে।

২৭. ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) এর আওতায় ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট এবং চট্টগ্রাম সড়ক জোনের ১২টি জেলায় জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে অবস্থিত ১১৮টি সরু এবং ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

২৮. দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মহাসড়ক যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে ভাঙ্গা (ফরিদপুর)-ভাটিয়াপাড়া-গোপালগঞ্জ-মোল্লারহাট মহাসড়ক এবং ভাঙ্গা (ফরিদপুর)-রাজৈর-গৌরনদী-বরিশাল মহাসড়ক দু'টিকে সংযুক্ত করার নিমিত্ত ৪৭.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ গৌরনদী-আগৈলঝড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

২৯. মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় ও দৌলতপুর, টাংগাইল জেলার নাগরপুর ও দেলদুয়ার এবং সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার জনসাধারণের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন সহজতর করা এবং ঢাকা-আরিচা মহাসড়ককে ঢাকা-রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ৫৩.২৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-টাংগাইল মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

৩০. ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলা ও ত্রিশাল উপজেলার সরাসরি সংযোগ স্থাপন এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মধ্যবর্তী সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত ত্রিশাল-নান্দাইল-তাড়াইল মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটারে বালিপাড়া নামক স্থানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ৪৭৭ মিটার দীর্ঘ বালিপাড়া সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

৩১. ৮টি জোনভিত্তিক জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ সাল পর্যন্ত সমগ্র দেশের ৪৪৪৪.৫৬ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

৩২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ৪৮টি অসমাপ্ত সেতুর (দৈর্ঘ্য ৫,৮৫২.৪৫ মিটার) কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

৩৩. কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলা থেকে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলা এবং ঢাকায় যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন সহজ করার নিমিত্ত বকশীগঞ্জ - সানন্দবাড়ী - চররাজিবপুর মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটারে জিঞ্জিরাম নদীর উপর ২৯৯ মিটার দীর্ঘ সানন্দবাড়ী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

৩৪. সুনামগঞ্জ জেলা সদরের সাথে বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ ও ধর্মপাশা উপজেলার নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ-কাচিরগাতি-বিশ্বম্ভরপুর জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে সুরমা নদীর উপর ৪০২.৬১ মিটার দীর্ঘ আব্দুজ জহুর সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

৩৫. পিরোজপুর জেলা থেকে গোপালগঞ্জ জেলা হয়ে ঢাকা যাতায়াত সহজ করার নিমিত্ত পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪০তম কিলোমিটারে পাটগাতি নামক স্থানে মধুমতি নদীর উপর ৩৯১.৪৯ মিটার দীর্ঘ শেখ লুৎফর রহমান সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

শেখ লুৎফর রহমান সেতু

৩৬. বাংলাবান্ধা, বিরল, বুড়িমারী ও সোনাহাট স্থলবন্দরের সাথে মহানগরী রংপুর হয়ে রাজধানী ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন এবং ভারত ও নেপালের সাথে স্থলপথে বাণিজ্য সহজতর করার লক্ষ্যে রংপুর বিভাগীয় শহরের ৮.২৪ কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ মহাসড়ক ও ৮ কিলোমিটার বাইপাস মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে।

৩৭. ঢাকা মহানগরীর উত্তরা, গাবতলী ও আশুলিয়া পয়েন্টে যানজট হ্রাসকল্পে মহানগরীতে যানবাহন প্রবেশ ও বহির্গমনের নতুন রুট হিসেবে ১০.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিরুলিয়া-আশুলিয়া মহাসড়ক এবং এ মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে তুরাগ নদীর উপর ১৮৬.০৪ মিটার দীর্ঘ বিরুলিয়া সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

৩৮. ঢাকা মহানগরীতে যানবাহন প্রবেশ ও বহির্গমনের নতুন রুট হিসেবে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (হাতিরঝিল-রামপুরা)-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

৩৯. ঢাকা মহানগরীতে যানবাহন প্রবেশ ও বহির্গমনের নতুন রুট হিসেবে শিরনিরটেক হতে গাবতলী সেতু পর্যন্ত ২.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

৪০. গাইবান্ধা জেলার সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ সহজ এবং ভবিষ্যতে বালাশিঘাট পর্যন্ত মহাসড়ক সম্প্রসারণের সুবিধার্থে গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে করতোয়া নদীর উপর ২৫৩.৫৬ মিটার দীর্ঘ বড়দহ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

৪১. সিলেট মহানগরীর কেন্দ্রস্থল দিয়ে সুরমা নদীর উভয় পাড়ের মধ্যে যাতায়াত সহজ করার নিমিত্ত ১৯৩৯ সালে নির্মিত ক্বীন সেতুর সন্নিকটে সুরমা নদীর উপর ৩৯১ মিটার দীর্ঘ ৪-লেন বিশিষ্ট কাজীরবাজার সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

৪২. পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাত্রয়ের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং এ অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি সারাদেশে পরিবহন সহজতর করার লক্ষ্যে ৬৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রাঙ্গামাটি (ঘাগড়া)-চন্দ্রঘোনা-বাঙ্গালহালিয়া-বান্দরবান মহাসড়ক, ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঙ্গালহালিয়া-রাজস্থলী মহাসড়ক, ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ খাগড়াছড়ি-দিঘীনালা-বাঘাইহাট মহাসড়ক, ৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম-হাটহাজারী-রাঙ্গামাটি মহাসড়ক, ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ দিঘীনালা-ছোটমরতং-চংড়াছড়ি-লংগদু মহাসড়ক এবং ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ থানচি-আলীকদম মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

৪৩. ঢাকার সাথে সুনামগঞ্জ জেলার মহাসড়ক পথের দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার হ্রাস করার লক্ষ্যে পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক উন্নয়ন ও নির্মাণ করা হয়েছে।

৪৪. বিরিশিরি পর্যটন কেন্দ্রে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি, স্থানীয় খনিজ সম্পদ আহরণ এবং বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্ত ৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দূর্গাপুর মহাসড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে।

৪৫. নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় অধ্যুষিত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে ৩১.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ নেত্রকোণা - ধর্মপাশা - জামালগঞ্জ - সুনামগঞ্জ - সিলেট মহাসড়ক (নেত্রকোণা অংশ) উন্নয়ন করা হয়েছে।

৪৬. লাঙ্গলবন্দে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে হিন্দু সম্প্রদায়ের পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে তীর্থ যাত্রা সহজ ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ লাঙ্গলবন্দ - কাইকারটেক - নবীগঞ্জ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

৪৭. দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওড় এলাকার জনসাধারণের মেন্দিপুর লঞ্চ ঘাট হয়ে নদীবন্দর ভৈরব ও রাজধানী ঢাকায় যাতায়াত সহজ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ১৪.২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভৈরব - মেন্দিপুর মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

৪৮. দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত ১৯০.৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের মূল কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

৪৯. South Asian Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) সড়ক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান। এ প্রকল্পে ৫টি ফ্লাইওভার, ২৭টি সেতু, ৬০টি কালভার্ট ও ১২টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত আছে।

ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

৫০. জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৮৭.১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

৫১. দেশের পূর্বাঞ্চলের যানবাহনের ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ ও নির্গমন নির্বিঘ্ন করার নিমিত্ত ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়কাংশ ৮-লেনে উন্নীতকরণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

৫২. পদ্মা সেতু নির্মাণের পর ঢাকা মহানগরীকে বাইপাস করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপন এবং নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সাথে সোনারগাঁও ও বন্দর উপজেলার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সৈয়দপুর-মদনগঞ্জ পয়েন্টে ১২৯০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

৫৩. কুমিল্লা মহানগরীর যানজট নিরসনে শাসনগাছায় বিদ্যমান রেল ক্রসিং-এ ৬৩১.২৬৫ মিটার দীর্ঘ রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৫৪. ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ট্রাফিক প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কের মহিপাল সংযোগস্থলে ৬-লেন বিশিষ্ট ৬৬০.০০ মিটার দীর্ঘ মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

৫৫. ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে মৌরাইল নামক স্থানে বিদ্যমান রেল ক্রসিং-এ ৭৬০ মিটার দীর্ঘ রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৫৬. ঢাকার সাথে সুনামগঞ্জ জেলার মহাসড়ক পথের দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার হ্রাস করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের একমাত্র মিসিং লিংক রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর ৭০২.৬১ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

৫৭. গাজীপুর ও ঢাকা মহানগরীর জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত নির্দিষ্ট লেনে শুধু Bus Rapid Transit (BRT) বাস চলাচলের জন্য ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ BRT Corridor নির্মাণ কাজ চলমান। এ প্রকল্পের আওতায় ১টি বাস ডিপো, ২টি বাস টার্মিনাল, ২৫টি স্টেশন, ৬টি ফ্লাইওভার, ৮-লেন বিশিষ্ট টঙ্গী সেতু, বিআরটি করিডোরের উভয় পার্শ্বে সাধারণ যানবাহন চলাচলের জন্য ২-লেনবিশিষ্ট সড়ক এবং ধীরগতির যানবাহনের জন্য অতিরিক্ত ১টি সার্ভিস লেন, ২০ কিলোমিটার সড়কের উভয়পার্শ্বে ফুটপাত, ২৪ কিলোমিটার উচ্চ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেন, বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে পিপিপিভিত্তিক মাল্টিমোডাল হাব ও ১১৩টি সংযোগ সড়ক নির্মাণও অন্তর্ভুক্ত আছে।

৫৮. করিমগঞ্জ উপজেলাধীন প্রসিদ্ধ নৌবন্দর চামড়াঘাট দিয়ে হাওড় বেষ্টিত ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সহজ করার নিমিত্ত ৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন মহাসড়কের কিশোরগঞ্জ-চামড়াঘাট অংশের ২০ কিলোমিটার ইতোমধ্যে উন্নয়ন করা হয়েছে। একই মহাসড়কের অবশিষ্ট ১৭ কিলোমিটারের মধ্যে ৯.২০ কিলোমিটার সাবমার্জিবল সড়কসহ চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫৯. বাস্তবায়নাধীন পায়রা সমুদ্রবন্দর, জেলা শহর পটুয়াখালী ও সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটার সাথে নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের ১৮৯তম কিলোমিটারে লেবুখালী নামক স্থানে পায়রা নদীর উপর ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৬০. রাজধানী ঢাকা থেকে সিলেট এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে অন্যতম দু'টি জাতীয় মহাসড়ক (ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা বাইপাস) এবং দু'টি আঞ্চলিক মহাসড়ক (ভুলতা-রূপগঞ্জ এবং ভুলতা-আড়াইহাজার) এর সংযোগস্থল ভুলতা বাজার এলাকার যানজট নিরসনে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট ১২৩৮ মিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৪-লেন বিশিষ্ট নির্মাণাধীন ভূলতা ফ্লাইওভার

৬১. ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে বিদ্যমান ২-লেন বিশিষ্ট কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতু দিয়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্দেশীয় ক্রমবর্ধমান পণ্য ও যাত্রীবাহী যানবাহনের সংখ্যা বিবেচনায় একই মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট ৩টি সেতু যথাক্রমে ১০ম কিলোমিটারে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় কাঁচপুর সেতু, ২৫তম কিলোমিটারে মেঘনা নদীর উপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও ৩৭তম কিলোমিটারে গোমতী নদীর উপর ১৪১০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৬২. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সুরক্ষা এবং সহজে সমুদ্রের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগের সুবিধার্থে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার-টেকনাফ-সাবরাং মেরিন ড্রাইভ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১ম পর্যায়ে ২৪ কিলোমিটার (কলাতলি থেকে ইনানি) ও ২য় পর্যায়ে ২৪ কিলোমিটার (ইনানি থেকে সিলখালী) মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩য় পর্যায়ে অবশিষ্ট ৩২ কিলোমিটার (সিলখালী-টেকনাফ-সাবরাং) মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৬৩. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃদেশীয় আমদানি-রপ্তানি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম এর সাথে সরাসরি মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় মহাসড়কে রামগড় (খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, বাংলাদেশ)-সাবরুম (ত্রিপুরা, ভারত) পয়েন্টে বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তবর্তী ফেনী নদীর উপর বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু-১ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৬৪. ১৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সুনামগঞ্জ - নেত্রকোনা - ময়মনসিংহ - শেরপুর - জামালপুর সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। সুনামগঞ্জ জেলায় ৪৩ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নেত্রকোনা জেলায় ৩৬ কিলোমিটার ও ময়মনসিংহ জেলায় ৪৪ কিলোমিটার মোট ৮০ কিলোমিটার (মহেশখোলা-তিনালি-হাতিপাগাড়) সীমান্ত মহাসড়ক এবং শেরপুর জেলায় ৪০ কিলোমিটার ও জামালপুর জেলায় ১০ কিলোমিটার মোট ৫০ কিলোমিটার (হাতিপাগাড়-বৈষ্ণমপাড়া-ধনুয়াকামালপুর) সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ বাস্তবায়নাধীন আছে।

৬৫. সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের জন্য পিপিপিভিত্তিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিটেইল্ড ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে।

৬৬. আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর নবনির্মিত আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু ও নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু ব্যবহারকারী যানবাহনের চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে মাদারীপুর জেলার খাগদী থেকে ডিসি ব্রীজ পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

৬৭. বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা উপজেলার পর্যটন আকর্ষণ বগালেক ও কেওক্রাডং এ যাতায়াত সহজ করার লক্ষ্যে ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ রুমা-বগালেক-কেওক্রাডং মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

৬৮. চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়া এলাকার যানজট নিরসনে মহাসড়কটির ইন্দ্রপুল হতে চক্রশালা পর্যন্ত বিকল্প মহাসড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে।

৬৯. নীলফামারী জেলার সাথে পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও রংপুর জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার নিমিত্ত ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ নীলফামারী-জলঢাকা জেলা মহাসড়ককে ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীত করার কাজ চলমান রয়েছে।

৭০. লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী স্থলবন্দরের সাথে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে স্বর্ণমতি নদীর উপর বিদ্যমান ক্ষতিগ্রস্ত সেতুর স্থলে ৯৩.৬৪৪ মিটার দীর্ঘ স্বর্ণমতি সেতু পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে।

৭১. নির্মাণাধীন গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়কে নিরবচ্ছিন্ন যান চলাচলের সুবিধার্থে চরসিন্দুর নামক স্থানে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ৫১০.৪০২ মিটার দীর্ঘ চরসিন্দুর সেতু নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৭২. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত বিদ্যমান অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ ৪৩টি সেতু ও ১৩টি কালভার্ট এর স্থলে সমসংখ্যক সেতু ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

৭৩. ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পাথর কোয়ারী হতে ভারী যানবাহনের সিলেট হয়ে সারাদেশে চলাচল নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন হতে লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ পর্যন্ত জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে পুনর্নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

৭৪. ১০টি জোনভিত্তিক জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র দেশের ১৫৯৫.৩৭ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

৭৫. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক নেটওয়ার্কে চিহ্নিত ১৪৪টি দুর্ঘটনা প্রবণ স্থানে যানবাহন চলাচল নিরাপদ করার নিমিত্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে।

৭৬. কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা মেঘনা, ধনু ও বাউলাই নদী বিধৌত হাওড় অঞ্চল। এ তিনটি উপজেলা সংযোগকারী এবং সকল মৌসুমে ব্যবহার উপযোগী ২৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

৭৭. বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত ও সরু ৬০টি সেতু পুনর্নির্মাণ এবং নরসিংদী অর্থনৈতিক জোনের সাথে সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত ১টি নতুন সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP) গ্রহণ করা হয়েছে।

৭৮. বাংলাদেশের অভ্যন্তরের এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) এর আওতায় ভাংগা - ভাটিয়াপাড়া - নড়াইল - যশোর - বেনাপোল মহাসড়কে কালনা সেতুসহ ৫টি সেতু, রামগড় - বারৈয়ারহাট মহাসড়কে ৮টি সেতু এবং চট্টগ্রাম - কক্সবাজার মহাসড়কে ৪টি সেতু মোট ১৭টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৭৯. মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের একতা বাজার পয়েন্ট হতে মাতারবাড়ী কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট পর্যন্ত ৪৩.৬৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৮০. Technical Assistance for Sub-regional Project Preparatory Facility এর আওতায় সারা দেশের ৩৮১৩ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ককে পর্যায়ক্রমে ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত ১ম পর্যায়ে ১৭৫২ কিলোমিটারের ফিজিবিলিটি স্টাডি ও ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮১. ফেরী, পন্টুন, গ্যাংওয়ে ব্রীজ, প্রপালশন ইউনিট ও ইঞ্জিন নতুন সংগ্রহ ও পুনর্বাসন করে মহাসড়ক নেটওয়ার্কে বিদ্যমান ৪১টি ফেরীঘাটের ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৩১টি ফেরী ও ৩১টি পন্টুন পুনর্বাসন, ১০টি ফেরী ও ৬টি পন্টুন নির্মাণ, ১৫টি ইঞ্জিন ওভারহলিং, ১৭টি নতুন ইঞ্জিন ও প্রপালশন ইউনিটসহ ২৭টি নতুন ইঞ্জিন সংগ্রহের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ফেরী সার্ভিস

৮২. Technical Assistance for Sub-regional Road Transport Project Preparatory Facility-II এর আওতায় Last Mile Connectivity ও Missing Link স্থাপনের জন্য ৮টি মহাসড়ক করিডোর (ভাংগা - যশোর - বেনাপোল, রংপুর - বাংলাবান্ধা, বনপাড়া - কুষ্টিয়া - ঝিনাইদহ, খেপুপাড়া - পায়রা বন্দর, সিলেট-সুতারকান্দি, চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ মহাসড়ক, নবীনগর-পাটুরিয়া ও পাগলাপীর-ডালিয়া-বড়খাতা মহাসড়ক) এর ৬০০ কিলোমিটার মহাসড়ক ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের ব্যবস্থা রেখে ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীত করার সমীক্ষা ও নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে।

৮৩. ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের ৫৯.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভুরঘাটা-বরিশাল-লেবুখালী (পায়রা সেতু এ্যাপ্রোচ পর্যন্ত) অংশ ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৮৪. পদ্মা সেতু সংযোগ সড়ক হিসেবে ঢাকা-খুলনা (এন-৫) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে মাওয়া পর্যন্ত (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক রোডসহ) এবং পাঁচ্চর থেকে ভাংগা পর্যন্ত মোট ৫৫ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয়পার্শ্বে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৮৫. ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ৯২তম কিলোমিটারে ক্ষতিগ্রস্ত শাহবাজপুর সেতু পুনর্নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুর পাশে ২১৯.৪৬ মিটার দীর্ঘ ৪-লেনবিশিষ্ট নতুন সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৮৬. মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে যাতায়াত সহজ করার লক্ষ্যে ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বড়তাকিয়া-আবু তোরাব- মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৮৭. সরকারি খাতের পাশপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে পিপিপিভিত্তিতে জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা বাইপাস) চার লেনে উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য সাপোর্ট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা বাইপাস) Link Project গ্রহণ করা হয়েছে।

৮৮. দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ১০০০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার নিমিত্ত ১০টি সড়ক জোনের আওতায় ১০টি গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৮৯. বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল দিয়ে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর আওতায় এলেঙ্গা থেকে হাটিকমরুল

হয়ে রংপুর পর্যন্ত ১৯০.৪০ কিলোমিটার মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের ব্যবস্থা রেখে মহাসড়কটিকে ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

৯০. বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল দিয়ে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের ব্যবস্থা রেখে ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৯১. রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে বৈদেশিক অনুদানে কচা নদীর উপর বেকুটিয়া পয়েন্টে ভায়াডাক্টসহ ১৪৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ অষ্টম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৯২. বিশ্ব ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী মুসল্লীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক এবং টঙ্গী-আশুলিয়া-জিরাবো-ইপিজেড জাতীয় মহাসড়ক সংযোগকারী ১.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ ইজতেমা মহাসড়ককে ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯৩. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক সংযোগকারী ৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ সরাইল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) - ময়নামতি (কুমিল্লা) জাতীয় মহাসড়কের ৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ধরখার-ময়নামতি অংশ ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯৪. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ নদীবন্দরের সাথে আখাউড়া স্থলবন্দরের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ৫০.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯৫. বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার এবং Bangladesh China India Myanmar (BCIM) Economic Corridor এর বিকল্প রুট হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্ত ৮০.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ থানচি - রেমাক্রি - মোদক - লিকরি এবং ৩৭.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ আলীকদম - জালানীপাড়া - কুরুকপাতা - পোয়ামুহুরী মহাসড়ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯৬. পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪টি মহাসড়কের সমন্বয়ে ১৮৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক নির্মাণের নিমিত্ত একটি গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৯৭. বেনাপোল স্থলবন্দরের সাথে বিদ্যমান মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৮.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯৮. যশোর-খুলনা মহাসড়কের যশোর জেলার পালবাড়ী থেকে রাজঘাট পর্যন্ত ৩৮.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯৯. মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত বৈদেশিক সহায়তায় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০০. ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে ঢাকা সার্কুলার রুট: ২য় অংশ [তেরমুখ - আব্দুল্লাহপুর - ধউর - বিরুলিয়া - গাবতলী - বাবুবাজার - সদরঘাট - ফতুল্লা - চাষাড়া - সাইনবোর্ড - শিমরাইল-ডেমরা] নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০১. মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন (SWO) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাত্রয়ের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নে সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশনের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ জুলাই ২০১৪ তারিখ
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ পরিদর্শন করেন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর প্রধান প্রধান কর্মকান্ড

১. মোটরযানের যাবতীয় কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আদায় কার্যক্রম ১৪ নভেম্বর ২০১০ সালে শুরু করা হয়। ২০১৫ সাল পর্যন্ত ১৪টি ব্যাংকের ২৩২টি শাখা/বুথের মাধ্যমে মোট ৪৭,২৫৯.৫০ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। ঘরে বসেও ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি পরিশোধ করা যায়।

২. মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ৩১ অক্টোবর ২০১২ মাসে প্রবর্তন করে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ৭,৪৪,৫৪৫টি আরএফআইডি ট্যাগ ও রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট গাড়ীতে সংযোজন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, আরএফআইডি ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন

৩. অনুমোদিত ২টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৪০০টি ট্যাক্সিক্যাব দ্বারা উন্নতমানের যাত্রী সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৪. ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স অক্টোবর ২০১১ মাসে চালু করে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মোট ১০,২৩,৮০৬টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

৫. দেশে পর্যাপ্ত দক্ষ ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর না থাকায় ২০১২ সালে দক্ষ ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর তৈরির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪২ জনকে ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স এবং ১০৩টি বেসরকারি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

৬. ২০১২ সাল হতে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দক্ষ গাড়ীচালক সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১১২ জন মহিলা সফলতার সাথে ৫ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন। ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ১,২৬,৪৫৯ জন পেশাজীবি গাড়ীচালককে স্বল্পমেয়াদী রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মহিলা পেশাদার গাড়ীচালকদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে
মাননীয় সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রীর সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের ফটোসেশন

৭. গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে অকার্যকর ৫টি মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) এর মধ্যে মিরপুরস্থ কেন্দ্রটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অপর ৪টি মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র প্রতিস্থাপন করা হবে।

৮. পর্যাপ্ত গাড়ী পার্কিং এর সুবিধাসহ ১৫তলা বিশিষ্ট বিআরটিএ'র নিজস্ব প্রধান কার্যালয় ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সেবা প্রদানের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামোতে ৫৩২টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে।

৯. মোটর ভেহিকেল অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর বিধান ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিআরটিএ'র নিজস্ব নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯- ২০১৫ মেয়াদে মোট ১,৩৫১ জন গাড়ীচালককে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ৭৩.৫০ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। একই সময়ে ৩,২৪১ টি গাড়ী ডাম্পিংএ প্রেরণ করা হয়েছে।

১০. সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিএ নিয়মিতভাবে পেশাজীবি গাড়ীচালকদের দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলী বিকাশের নিমিত্ত স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। একইভাবে যাত্রী, পথচারী, সড়ক ব্যবহারকারী ও স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের ট্রাফিক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে সেমিনার, সমাবেশ ও বিশেষ প্রচারাভিযানের আয়োজন করে। একই বিষয়ে বাংলাদেশ বেতার ও বেসরকারি রেডিও'র এফ এম ব্যান্ডে নিয়মিত ট্রাফিক কার্যক্রম প্রচার করা হয়। ২০০৯-২০১৫ মেয়াদে মোট ১,২৬,৪৫৯ জন পেশাজীবি গাড়িচালককে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে ৪,৪৩,৫৩২ জন সড়ক ব্যবহারকারী ও শিক্ষার্থী সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ৩,১৫৯ বার বিজ্ঞপ্তি প্রদান এবং ১২,৮৯,৫০০টি লিফলেট ও ২৩,০১,০০০টি পোস্টার/স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে।

১১. সড়ক নিরাপত্তা বিধানে গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখ হতে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক ইত্যাদি যানবাহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এ ধরণের যানবাহন জেলা মহাসড়ক ও ফিডার সড়কে চলাচল করতে পারবে।

১২. গত ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখ হতে সড়ক নিরাপত্তা বিধানকল্পে ২২টি জাতীয় মহাসড়কে থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা/অটো টেম্পু এবং সকল শ্রেণির অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এ ধরণের যানবাহন অন্যান্য জাতীয় মহাসড়ক এবং সকল আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ফিডার সড়কে চলাচল করতে পারবে।

১৩. সড়ক পথে যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ৭ম National Road Safety Strategic Action Plan 2014-16 বাস্তবায়নাধীন আছে। নিরাপদ সড়ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সড়ক দুর্ঘটনা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৯ সালে ৩,৩৮১ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২,৯৫৮ জন মৃত্যুবরণ করেন। একই পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৫ সালে ২,৩৯৪ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২,৩৭৬ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

১৪. বিআরটিএ'তে আধুনিক কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ সেন্টারে যানবাহন এবং সেবাগ্রহীতাদের তথ্য-উপাত্ত নিরাপদে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

১৫. সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস নীতিমালা ২০০৭ সংশোধন করে অটোরিক্সা মিটারে চলাচল নিশ্চিত করার নিমিত্ত গত ১ নভেম্বর ২০১৫ হতে জমার পরিমাণ ও ভাড়ার হার যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি করে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। পুনর্নির্ধারিত বর্ধিত জমা ও ভাড়ায় মিটারে চলাচল নিশ্চিত করার জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। সেই সাথে ই-মেইল ও টেলিফোনে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে নিয়মিত শুনানী নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে মিটারে চলাচল প্রায় নিশ্চিত হওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর প্রধান প্রধান কর্মকান্ড

১. বর্তমান সরকারের ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর বাস বহরে বিভিন্ন ধরণের ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একতলা বাসের সংখ্যা ৬১৮টি, দ্বিতল বাসের সংখ্যা ২৯০টি ও আর্টিকুলেটেড বাসের সংখ্যা ৫০টি। ৬১৮টি একতলা বাসের মধ্যে ২৩৮টি এসি বাস রয়েছে। উল্লেখ্য, ৯৫৮টি বাসের মধ্যে সিএনজি চালিত পরিবেশবান্ধব বাসের সংখ্যা ৫৩০টি। নতুন বাসের সাথে বাস মূল্যের ১০% স্পেয়ার পার্টসও সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. গণপরিবহনে ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যাত্রীসেবায় নতুন মাত্রা যোগ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ আর্টিকুলেটেড বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন

৩. বিআরটিসি'র যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৩৮টি রুটে ৩০৫টি বাস দ্বারা আন্ত:জেলা বাস সার্ভিস এবং ৪১টি রুটে ৪৫৭টি বাস দ্বারা সিটি সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে।

৪. ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা এবং কোলকাতা-ঢাকা-আগরতলা রুটে বাস সার্ভিস চালুর মাধ্যমে আন্ত:রাষ্ট্রীয় যাতায়াত সুলভ ও সহজ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ০৬ জুন ২০১৫ তারিখে সার্ভিসদ্বয় উদ্বোধন করেন। এতে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন নিবিড় হয়েছে।

৫. বিআরটিসি'র ২টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ১৫টি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০৯-২০১৫ মেয়াদে ডেন্টিং, ওয়েল্ডিং, পেইন্টিং ও ড্রাইভিং বিষয়ে ৪০,৫৭৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৬৭৪ জন। মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত

ফি'র ১০% হ্রাসে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় বিআরটিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে টুঙ্গীপাড়া ট্রেনিং ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করেন

৬. যাত্রীসেবার মান উন্নয়ন ও বিআরটিসি'র চালকদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৫ সালে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ১৫৪৬ জন চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭. মহিলাদের স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের সুবিধার্থে মহিলা বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৭টি বাসের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর মহানগরীর বিভিন্ন রুটে এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিটি বাসে ১৩টি আসন আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

বিআরটিসি'র মহিলা বাস সার্ভিস

৮. ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ঢাকা মহানগরীতে স্কুল বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

৯. ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৯-২০১৫ সময়কালে বিআরটিসি'র বাস সার্ভিসে ই-টিকেটিং চালু ছিল। এখন সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত র‍্যাপিড পাস চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

১০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২০০৯-১৩ সময়কালে ২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ৪৪টি বাস উপহার হিসেবে প্রদান করেছেন। ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে ছাত্র-ছাত্রীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য বিআরটিসি কর্তৃক ৮টি বাস স্বল্প ভাড়ায় প্রদান করা হয়েছে।

১১. নিয়মিত যাত্রীসেবার অতিরিক্ত বিআরটিসি ঈদ, হজ্জ, বিশ্ব ইজতেমা ও দেশের যে কোন দুর্যোগকালীন সময়ে বিশেষ বাস সার্ভিস প্রদান করে থাকে।

১২. খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা ২০১৫ সালে চালু করা হয়েছে।

১৩. অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে অধিকাংশ বেসরকারি পরিবহন সংস্থার যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। এ ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও বিআরটিসি জনস্বার্থে যাত্রীসেবা এবং সরকারি পণ্য পরিবহন কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

১৪. বন্ধ হয়ে যাওয়া গাবতলী ও মোহাম্মদপুর বাস ডিপো নতুনভাবে চালু করা হয়েছে। দিনাজপুরে পূর্ণাঙ্গ নতুন ডিপো স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাস ডিপোর সংখ্যা ১৯টি ও ট্রাক ডিপোর সংখ্যা ০২টি।

১৫. সচিবালয় এবং বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১৬২টি রুটে ২৪৩টি স্টাফ বাস চলাচল করছে।

১৬. রাষ্ট্রীয় পরিবহন সেবার পরিধি বৃদ্ধির জন্য সরকার দ্বিতীয় ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LOC-২) এর আওতায় ৫০০টি ট্রাক এবং ৬০০টি বাস সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা এবং কোলকাতা-ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস যৌথভাবে ৬ জুন ২০১৫ তারিখ উদ্বোধন করেন

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর প্রধান প্রধান কর্মকান্ড

১. প্রায় ২২,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তরা ৩য় ফেইজ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬ স্টেশন বিশিষ্ট উভয়দিকে ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (বাংলাদেশে প্রথম মেট্রোরেল) বাস্তবায়নের কাজ পুরোদমে চলছে। ২০১৯ সালের মধ্যে উত্তরা ৩য় ফেইজ হতে আগারগাঁও পর্যন্ত প্রথম অংশ এবং ২০২০ সালে মতিঝিল পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (মেট্রোরেল) প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

২. Underground Metro Rail এর সুবিধা সম্বলিত MRT Line-1 এবং MRT Line-5 নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি শুরু হয়েছে।

৩. হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঝিলমিল পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT) Line-3 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Detailed Design এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪. ডিটিসিএ নিজস্ব অধিক্ষেত্রে (ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর মহানগরী এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ ও নরসিংদী জেলা) ২০০৯-২০১৫ সময়ে ৪০০ টি বহুতল ভবন এবং ১৭ টি সরকারি ও বেসরকারি হাউজিং প্রকল্পের ট্রাফিক ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট করে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান করেছে।

৫. পর্যাপ্ত গাড়ী পার্কিং এর সুবিধাসহ ১৪ তলা বিশিষ্ট ডিটিসিএ'র নিজস্ব প্রধান কার্যালয় ভবনের নির্মাণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেবা প্রদানের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিটিসিএ'র সাংগঠনিক কাঠামোতে ১৫০টি নতুন পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন সৃজিতব্য পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৬. ডিটিসিএ এর অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি কারণে চলমান ২০ বছর মেয়াদী Strategic Transport Plan (STP) হালনাগাদ ও সংশোধন করে চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এ চূড়ান্ত খসড়ায় অন্যান্যের মধ্যে ৫টি MRT Line, ২টি BRT Line এবং ৩টি সার্কুলার রোড নির্মাণের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত আছে। খসড়ায় প্রথমবারের মতো Underground MRT নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

২৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ Revised Strategic Transport Plan (STP) এর Draft Final Report এর উপর অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ

৭. Rapid Pass বা একই ই-টিকেট ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বচ্ছন্দে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e-Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম মে ২০১৪ মাস থেকে শুরু হয়ে চলমান আছে।

এলিভেটেড মেট্রোরেল (প্রক্ষেপিত)

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১. ভৌগলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে বাংলাদেশ ৬টি আন্তঃদেশীয়, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত। তন্মধ্যে বাংলাদেশ Intergovernmental Agreement on the Asian Highway এর Instrument of Accession গত ০৫ জুলাই ২০০৯ তারিখে স্বাক্ষর করেছে। গত ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে ভুটান এর রাজধানী থিম্পুতে Bangladesh, Bhutan, India and Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement (MVA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া বিগত ৭ বছরে অপর ৪টি উদ্যোগ যথা- South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Corridors, Bangladesh China India Myanmar Economic Corridor (BCIM-EC), South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Corridors, Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Corridors এর বাংলাদেশ অংশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

২. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ফেসবুক পেইজসহ একটি Interactive ওয়েবসাইট রয়েছে, যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ওয়েব বেইজড ইলেকট্রনিক-গভার্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি), ই-ফাইলিং, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস), জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ম্যাপ, গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম, তথ্য প্রাপ্তির কার্যক্রম, ডিজিটাল লাইব্রেরী, ভূমি ব্যবস্থাপনা, মামলা ব্যবস্থাপনা, যানবাহন ব্যবস্থাপনা, অডিট ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল টোল প্লাজা ইত্যাদি অনলাইন কার্যক্রম চালু রয়েছে। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের সেতুসমূহের অবস্থান গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থে মার্ক করা হয়, যাতে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ছবি দেখা ও অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইট

৩. জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থার পাশাপাশি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে গঠিত ২৫টি স্থায়ী মনিটরিং টিম কাজ করে যাচ্ছে। মনিটরিং টিমের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৪. একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইনস সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে সংস্কার এবং আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইনস প্রণয়ন করা হয়েছে ও হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন-২০১২, মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩, জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা-২০১৩, টোল নীতিমালা-২০১৪, মেট্রোরেল আইন-২০১৫, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (নন-ক্যাডার গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়কের পার্শ্বে বেসরকারি উদ্যোগে আকর্ষণীয় ও উন্নতমানের কিলোমিটার ফলক স্থাপন গাইডলাইনস্-২০১৫ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৬, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন-২০১৬, সড়ক পরিবহন আইন-২০১৬, মেট্রোরেল বিধিমালা-২০১৬, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৬, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৬ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫. নাগরিক সেবামুখী ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী দক্ষ ও সক্ষম জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার সকল গ্রেডের কর্মচারিগণকে দেশে ও বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৫ সালে এ বিভাগে কর্মরত সকল গ্রেডের কর্মচারিদের ১৫৩০ কর্মঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫৩৪ কর্মঘন্টা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ক্রমবর্ধমান কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্পত্তি অনুবিভাগ, বাজেট অনুবিভাগ ও আরবান ট্রান্সপোর্ট অনুবিভাগ এবং আইন অধিশাখা সৃজন করা হয়েছে। সৃজিত অনুবিভাগ ও অধিশাখায় ৬০টি পদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৬. ভবিষ্যতে বাস্তবধর্মী কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রচার ও সর্বোপরি সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে এ বিভাগ প্রতিবেদন ও পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে। এগুলোর হার্ডকপি এ বিভাগের লাইব্রেরীতে এবং সফটকপি এ

বিভাগের ওয়েবসাইটে রয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন ও পুস্তিকাগুলো হল- উন্নয়নের পাঁচ বছর (১৯৯৬-২০০১), অগ্রযাত্রার এক বছর (২০০৯), Strategic Transport Plan (2009), Road Master Plan [Volume-I & II] (2009), বর্তমান সরকারের দুই বছরের সাফল্য (২০০৯-২০১০), National Road Safety Strategic Action Plan (2011-2013), বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১২, উন্নয়নের চার বছর (২০০৯-২০১২), বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১২-২০১৩), সাফল্যের পাঁচ বছর (২০০৯-২০১৩), বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৩-২০১৪), বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৪-২০১৫), ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড (২০১৪ ও ২০১৫), Sustainable Transport System: A Road to Development (2015), National Road Safety Strategic Action Plan (2014-2016) ও Regional Road Connectivity: Bangladesh Perspective (2016)।

৭. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বাংলাদেশে প্রথম যে সকল কার্যক্রম, কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে সেগুলো হলো-আর্টিকুলেটেড বাস সার্ভিস, বিআরটিসি বাসে ই-টিকেটিং, ২০ বছর মেয়াদী রোড মাষ্টার প্ল্যান, ডিজিটাল স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের কর ও ফি আদায়ে অনলাইন ব্যাংকিং, মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, মোটরযানে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, উত্তরা ৩য় পর্ব হতে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত এলিভেটেড মেট্রোরেল, হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT), স্মার্টকার্ড নির্ভর একই ই-টিকেট ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বচ্ছন্দে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে Rapid Pass প্রবর্তন ও e-Clearing House প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুকাময় সমুদ্র সৈকত রক্ষার্থে কংক্রিট টেট্রাপড (Tetrapod) দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ, Underground Metro Rail নির্মাণের উদ্যোগ এবং মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ট্রপোগ্রাফিকাল সার্ভে, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও চলমান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে ড্রোন এর ব্যবহার।

৮. জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর অভীষ্ট ৩.৬, ৯.১ ও ১১.২ এর লিড মিনিষ্ট্রি হিসেবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ অভীষ্ট অর্জনে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

উপসংহার

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াসে আমরা পদার্পণ করেছি সমৃদ্ধির সোপানে। সমৃদ্ধির আরো উচ্চতর সোপানে পৌঁছার জন্য চলমান ও পরিকল্পনাধীন কর্মসূচিসমূহ নির্ধারিত সময়ে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে গুণগত মান বজায় রেখে বাস্তবায়নে এ বিভাগ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক